



## বাইবেল পাঠের উপকারিতা

অনেক বছর আগে এক কাপ্তেন তার জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি সুন্দর দ্বীপে গিয়েছিলেন । তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে দ্বীপটির লোকেরা আগে নরখাদক ছিল কিন্তু এখন তারা খুবই ভদ্র ও বন্ধু সুলভ, আর তারা নাকি ব্যবসা করতে আগ্রহী ।

দ্বীপটির নেতার সাথে আলাপ করতে গিয়ে তিনি তার হাতে একখানি খুব বড় বাইবেল দেখতে পেলেন । তা দেখে কাপ্তেন মুচকী হেসে বললেন : “আপনি নিশ্চয়ই ঐ পুরানো বইটিতে বিশ্বাস করেন না । এই যুগে ঐটি তো একদম বাতিল, এবং তা কারও কোন কাজেই আসে না ।”

দ্বীপের নেতা তাকে ঘিরে দণ্ডায়মান বীর যোদ্ধাদের দিকে তাকালেন তারপর কাপ্তেনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন । ধীর কণ্ঠে তিনি বললেন, “কাপ্তেন, তুমি ভাবতে পার যে এই বইটি তেমন কোন উপকারে আসে না । কিন্তু তুমি জান না যে এই বইটির



জন্যই তুমি আজ উপকৃত হচ্ছ। এই বইখানি যদি আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন না আনতো তাহলে এই মুহূর্তে তোমাকে কড়াইতে করে রান্না করা হত !”

বাইবেল পাঠের ফলে লোকের জীবনে যে পরিবর্তন আসে, তার দ্বারা লোকেরাও উপকৃত হয়। অন্য একজন বাইবেল পড়েছিল বলেই এই গল্পের নায়ক কাপ্তেনের জীবন রক্ষা

পেয়েছিল। বাইবেল পড়লে আপনি কিভাবে উপকৃত হবেন এই পাঠ থেকে তা জানতে পারবেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন :

বাইবেল পড়ব কেন ?

বাইবেল পড়ে কি কি উপকার পাওয়া যায় ?

এই পাঠ পড়লে আপনি :

- প্রত্যেকের বাইবেল পড়া উচিত কেন তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- বাইবেল পাঠের আটটি উপকারিতা বলতে পারবেন।
- নিয়মিতভাবে বাইবেল পাঠ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

বাইবেল পড়ব কেন ?

প্রতিটি লোকের বাইবেল পড়া উচিত কেন তার অনেক কারণ আছে। এখানে আমরা তিনটি কারণ আলোচনা করব।

- (১) একটি বিশেষ সুযোগ, (২) আত্মিক বৃদ্ধির একটা পথ, এবং
- (৩) আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি, তা জানবার উপায়।

## একটি বিশেষ সুযোগ :

লক্ষ্য ১ :“ বাইবেল পড়া একটি বিশেষ সুযোগ কেন, তার কারণগুলি স্নাস্ত করতে পারা ।

একদিন আমার বন্ধু ডন এবং বণির নামে একখানা চিঠি এলো । এটি ছিল ইংল্যান্ডের রাণী এ্যাণির কাছ থেকে একখানি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ পত্র । এত বড় একজন বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে চিঠি পাওয়াটাই তো এক বিশেষ গৌরবের বিষয়, এবং রাজ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগটা আরও গৌরবের ।

আপনার এবং আমার নামেও একখানা চিঠি আছে । যে লোকের কাছ থেকে সেটি এসেছে তিনি এই পৃথিবীর সব রাজাদের চেয়ে অনেক মহান । সেটি এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে ! কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার চেয়েও বড় গৌরবের বিষয় হল এর নিমন্ত্রণ বা আহ্বান । এই চিঠি, যাকে আমরা বাইবেল বলে জানি, তাতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সন্তান হবার জন্য ও তাঁর সাথে চিরকাল বসবাস করবার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন ! তিনি আমাদের বলেন যে, তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা তাঁর

সম্ভান হতে পারি। বাইবেল পড়ে ঈশ্বরকে এবং আমাদের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয় জানতে পারাটা কি এক অপূর্ব সুযোগ নয় ?

### বেড়ে উঠবার একটি পথ :

লক্ষ্য ২ : বাইবেল কিভাবে একজন বিশ্বাসীকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে যে উক্তিগুলি তা বর্ণনা করে সেগুলি সনাস্ক করতে পারা।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য শিশুদের অবশ্যই বেড়ে ওঠা প্রয়োজন। আর বেড়ে উঠতে হলে তাদের সঠিক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের সম্ভান হিসাবে আমাদেরও আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে হবে। ইফিষীয় ৪ : ১৫ পদে লেখা আছে, “আমরা বরং ...সব কিছুতে বেড়ে উঠে খ্রীষ্টের মত হব। তিনিই তো দেহের মাথা।” বাইবেল হচ্ছে আমাদের আত্মিক খাদ্য, আর তা পাঠ করবার মাধ্যমেই আমরা সে খাদ্য গ্রহণ করি তা খাই। আমরা যতই বাইবেল পড়ি, আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টকেও আমরা তত ভালভাবে জানিতে পারি। এই জ্ঞানই আমাদেরকে আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠে শক্তিশালী খ্রীষ্টিয়ান হতে সাহায্য

করে। “এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন সবাই ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভাল করে জানতে পেরে এক হই... সমস্ত গুণে পূর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ হই। তখন আমরা শিশুদের মত থাকব না” (ইফিষীয় ৪ : ১৩-১৪)

নীচের পদগুলি মুখস্থ করুন যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট একটি প্রতিজ্ঞা রূপে তা উল্লেখ করতে পারেন।

ধন্য তুমি, হে সদাপ্রভু, আমাকে তোমার বিধি কলাপ শিক্ষা দেও। আমি তোমার নির্দেশমালা ধ্যান করিব, তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিব। আমি তোমার বিধি কলাপে হর্ষিত হইব, তোমার বাক্য ভুলিয়া যাইব না (গীত সংহিতা ১১৯ : ১২, ১৫—১৬)।

**আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা জানবার একটি উপায় :**

লক্ষ্য ৩ : আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি তা জানবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক বান্ধবী বিশেষ ভাল বোধ করছিলেন না। তিনি শারিরীকভাবে অসুস্থ ছিলেন, তাছাড়া তার মনও ছিল দুঃখে-ভারাক্রান্ত। এমন সময় তিনি তার ভাবীস্বামীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তিনি উৎসাহ

দিয়ে লিখেছেন যে তাকে তিনি ভালবাসেন, আর তাকে বিয়ে করবার জন্য তিনি শীঘ্রই আসছেন । তার ভালবাসার পাত্রের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তিনি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন যে তাতে অবাক হতে হয় ।

বাইবেলেও ঐ চিঠিটার মত, কারণ তাতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথাই আছে । আমরা কিভাবে জীবন যাপন করব তার নির্দেশও তিনি এর মাধ্যম দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে একদিন আমরা চিরকালের জন্য তাঁর সাথে বসবাস করব ।

আমাদের মন যদি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়, আমরা যদি ভাল বোধ না করি, তবে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠ করে আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা জানা উচিত । তাহলে আমরা ভাল বোধ করব, উৎসাহ লাভ করব, এবং এই শিক্ষা পাব যে আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।

বাইবেল পড়ে আমরা যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই জানতে পারি, তা নয়, অধিকন্তু তাঁর বর্তমান প্রতিশ্রুতি গুলিও জানতে পারি । এর পরে আমরা এই প্রতিশ্রুতি গুলির কয়েকটি সমন্ধে আলোচনা করব ।

**বাইবেল পড়ে কি কি উপকার পাওয়া যায় ?**

লক্ষ্য ৪ : সরল অন্তঃকরণে বাইবেল পাঠের আটটি উপকারিতা বলতে পারা ।

উপকার বলতে এমন কিছু বুঝায় যা থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। বাইবেল পাঠ করে যে সব বিভিন্ন উপকার পাওয়া যায় আমরা তা থেকে আটটির সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই আটটি উপকার নিম্নরূপ :

আত্মার খাদ্য

আনন্দ

ঈশ্বরের সান্নিধ্য

উৎসাহ

ভিত্তি

অনুপ্রেরণা

সত্য

নিরাপত্তা

### আত্মার খাদ্য

বাইবেল হচ্ছে আত্মিক খাদ্য যা আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করে আমরা দেহ ও আত্মা এই উভয়ের জন্যই শক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করি। যীশু বলেছেন, “মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচেনা, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে” (মথি ৪ : ৪)।



## আনন্দ

বাইবেল পড়ে আমরা সত্যিকার আনন্দ লাভ করি। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের সম্বন্ধে সুখবর পড়ে যেমন আনন্দ লাভ করি, তেমনি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা পড়েও আমরা আনন্দ পেতে পারি। এমনকি ঈশ্বরের আদেশগুলি থেকেও আমরা আনন্দ পেতে পারি, কারণ আমাদের মঙ্গলের জন্যই সেগুলি দেওয়া হয়েছে। গীত সংহিতা ১১৯ : ১১১ পদে আছে, “তোমার সাক্ষ্য কলাপ আমি চিরতরে অধিকার করিয়াছি, কারণ সে সকল আমার চিন্তের হর্ষ-জনক”।

## ঈশ্বরের সান্নিধ্য

ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে আমরা তাঁর সঙ্গ বা সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি। বাইবেলের মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গ দেন ও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সাথে কথা বলেন। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার গুলির একটি যা আমরা কল্পনা করতেও পারতাম না।

## উৎসাহ

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর মধ্যে তিনি তাঁর অসীম প্রেমের উদাহরণ

দেখিয়েছেন, এবং তিনি যে আমাদের যত্ন নেবেন তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পিতরের বইটিতে একটা খুব সুন্দর পদ আছে, ঐ পদটি মুখস্থ রাখা ভাল। “তোমাদের সব চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন” (১ পিতর ৫ : ৭)।

## ভিত্তি

ভিত্তি বলতে এমন কিছু বুঝায় যার উপর কোন কিছু নির্মিত হয়। যীশু বলেছেন যে তাঁর বাক্যই আমাদের বিশ্বাস ও জীবন যাপনের এক নিরাপদ ভিত্তি। যারা বাইবেল পড়ে অথচ তা বিশ্বাস করেনা তারা এমন এক ঘরের মত যার কোন ভিত্তি নেই।

## অনুপ্রেরণা

ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ত্রাণকারী বিশ্বাস, ভবিষ্যতের বিষয়ে আশা এবং অন্যদের প্রতি ভালবাসা জাগিয়েতোলেন। অনুপ্রেরণা বলতে এমন একটা প্রভাব বুঝায় যা আমাদের মনে ভাল চিন্তা জাগিয়ে তোলে, বা ভাল ভাল কাজে চালিত করে। অনেক কবি, গায়ক ও শিল্পী বাইবেল থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। বাইবেল তাদের মনে কবিতা, গান কিম্বা ছবি আঁকার সুন্দর সুন্দর চিন্তা দিয়েছে।

## সত্য

বাইবেলে আমার যে সত্য পাই তা থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে থাকি, এবং জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাই। তা আমাদের অজ্ঞতা ও ভুল শিক্ষা থেকে মুক্ত করে। “আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে” (যোহন ৮ : ৩২)।

## নিরাপত্তা

নিরাপত্তা বলতে কেবল বিপদমুক্তিই বুঝায় না; বরং এর দ্বারা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাও বুঝায়। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে আমরা সত্যিকার নিরাপত্তা খুঁজে পাই, তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আসে এবং স্বর্গের অনন্তধামে আমাদের স্থান করে দেয়। আমরা যদি নিয়মিত ভাবে তা পড়ি তবে তা আমাদের আত্মিক অস্ত্র—পাপ ও শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের “তরবারি ও ঢাল” স্বরূপ।